স্বপ্ন ও সাফল্যের রসায়ন

স্বপ্ন ও সাফল্যের রসায়ন

ড. মো. নাছিম আখতার

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

Swapno O Saphalyer Rasayan by **Dr. Md. Nasim Akhtar**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2020

Price : 400.00
US $ 15

ISBN 978 984 526 376 4
ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

মা এবং সেজো ভাইকে।
যাদের জীবনদর্শন আমার জীবনের পাথেয়

দান : আমরা জন্ম থেকেই মানুষ। ভালোমন্দ, নৈতিক-অনৈতিক বিষয়ের পার্থক্য করার জন্য বিবেক নামক বিশেষ উপাদান স্রষ্টাকর্তৃক একমাত্র মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। যার জন্য আমরা সৃষ্টির সেরা। প্রকৃতিগত কারণেই আমরা সমাজে বসবাসকারী সামাজিক জীব। আমাদের প্রত্যেকেরই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। একজন শিক্ষক হিসেবে সমাজের অন্যান্য শ্রেণিপেশার মানুষ অপেক্ষা সামাজিক দায়বদ্ধতা বেশি অনুভব করি। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি আমরা শিক্ষার্থীদের হতাশা দূর করে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে নবস্বপ্নের নাবিক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকি সব সময়। আমার শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে ভাবনা আমার দায়বদ্ধতা।

আমি ডুয়েটের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। কারণ এই প্রতিষ্ঠান আমাকে পরিবারের মতো আগলে রেখেছে। নিজেকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করার জন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। আজ সারাদেশের মানুষের কাছে আমার পরিচিতি পাওয়ার সুযোগও এই পরিবারের সৃষ্টি। ডুয়েট পরিবারের প্রাণ হলো আমার সকল শিক্ষার্থী। তাদের জন্য কিছু করতে পারাটা সৌভাগ্য ও আত্মতুষ্টির বিষয়। তারই একটা অংশ হিসেবে এবারের একুশে বইমেলায় প্রকাশ হতে যাচ্ছে আমার লেখা 'স্বপ্ন ও সাফল্যের রসায়ন'। সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই বই বিক্রি থেকে উপার্জিত অর্থ আমার ডুয়েট পরিবারের আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উৎসর্গ করব।

আপনাদের ভালোবাসায় বাধিত রাখবেন।

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

নাছিম আখতারের জন্ম পাবনা জেলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবা মো. লুৎফর রহমান ছিলেন সরকারি কর্মচারী এবং মা মনোয়ারা বেগম গৃহিণী। ছয় ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। বড়ো সাত ভাইবোনের মধ্যে দুজন প্রকৌশলী, দুজন ডাক্তার, একজন সামরিক কর্মকর্তা, একজন কৃষিবিদ এবং একজন জেলা সমবায় কর্মকর্তা পদে কর্মরত আছেন। সন্তানদের প্রতি তাঁর রত্নগর্ভা মায়ের উপদেশ ছিল, "সব সময় সৎপথে উপার্জন করো।" মায়ের এই ইচ্ছার মূল্য দিতেই বড়ো চার ভাই কানাডা প্রবাসী। বইয়ের প্রতি মায়ের ভালোবাসা দেখেই তিনি বড়ো হয়েছেন। তার কাছ থেকেই শিখেছেন সততাই জীবনের বড়ো শক্তি। মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। জীবনের প্রায় দশটি বছর পড়াশোনার কাজে তিনি বিদেশে কাটিয়েছেন। মাতৃভূমির ঘ্রাণ, নদী, আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি সবকিছুই তাকে বিমুগ্ধ করে। তিনি চান এ সবকিছুর সাথেই থাকুক তাঁর জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক।

প্রত্যেক মানুষই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য যে পরিশ্রম, মেধা, ধৈর্য, একাগ্রতা ও ইতিবাচক ভাবনার দরকার হয় তা খুব কমসংখ্যক মানুষের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। নাছিম আখতার এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। প্রতিটি লেখকের লেখার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। 'স্বপ্ন ও সাফল্যের রসায়ন' বইটির লেখাগুলোতে এর প্রতিফলন দেখা যায়। প্রযুক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করলে দেশ সমৃদ্ধ হবে, তরুণদেরকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করলে সাফল্য আসবে, বিজ্ঞান কীভাবে একটি দেশকে পরিবর্তন করতে পারে এর সবকিছুই বইটির বিভিন্ন লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষা কীভাবে দক্ষ জনবল গড়তে পারে; অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও মনস্তত্ত্ব কীভাবে একত্রিত হয়ে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে— তার বিভিন্ন দিক বইটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, জীবনবোধ, সামাজিক সচেতনতা, প্রকৃতি মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করে জীবনকে বদলে দিতে পারে তার একটি চিরন্তন প্রকাশ রয়েছে গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলোতে।

শ্রদ্ধাভাজন বড়ো ভাই সমতুল্য প্রিয় মানুষ-কবি ও সাংবাদিক জনাব মিনার মনসুরের কাছে পাওয়া উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি প্রকাশ করে অনিন্দ্য প্রকাশের

স্বত্বাধিকারী জনাব মোঃ আফজাল হোসেন নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর নাছিম আখতারের শিক্ষকসত্তা শুধু নয়, লেখকসত্তার বিকাশেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এজন্য তারাও ধন্যবাদার্হ। আশা করা যাচ্ছে বইটি সকল শ্রেণির পাঠককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে।

ক্রমিক নং	প্রবন্ধসমূহ	পৃষ্ঠা
১	প্রশ্নপত্র সুরক্ষায় সুপারিশ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা	১১
২	টেকসই উন্নয়নে নৈতিকতার গুরুত্ব	১৫
৩	বিপন্ন মানবিক মূল্যবোধ— ভাবনার অন্তরালের ভাবনা	১৯
৪	সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার অনুসন্ধান	২৩
৫	মেধার মূল্যায়ন— জাতি গঠনের অপরিহার্য নিয়ামক	২৫
৬	দিগ্‌বিজয়ী জাতি গঠনে একান্ত ভাবনা	২৯
৭	বিবর্তিত ভাষায় বিপর্যস্ত মেধা	৩২
৮	প্লাজারিজম— মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার গুপ্তঘাতক	৩৫
৯	পানির বিকল্প উৎসের সন্ধানে	৩৯
১০	উন্নয়নের অন্তরায় ত্রিমাত্রিক সিন্ডিকেট	৪২
১১	সমৃদ্ধ দেশ গড়তে চাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	৪৫
১২	হাইটেক পার্ক : অসীম সম্ভাবনার হাতছানি	৪৮
১৩	ডানা মেলেছে ফোর টায়ার ডেটা সেন্টার	৫১
১৪	মানবসৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতিকার অনুসন্ধান	৫৩
১৫	জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের সংকটে শিক্ষাব্যবস্থা	৫৬
১৬	উত্তরপত্রের শিথিল মূল্যায়নে ক্ষতিই বেশি	৫৯
১৭	সৃজনশীল প্রশ্নের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন	৬১
১৮	এমন মানুষ বারবার জন্মায় না	৬৪
১৯	সড়কের দুরবস্থার প্রতিকার অনুসন্ধান	৬৬
২০	সম্পদ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে	৬৯
২১	পাঠ্যবইয়ের ভুল ও প্রতিকার অনুসন্ধান	৭২
২২	শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষা ও গবেষণার বিকল্প নেই	৭৫
২৩	ঢেউ গুনতেও অর্থের সন্ধান	৭৮
২৪	প্রকৃতির কান্না থামাতে হবে	৮০
২৫	গণিত শিক্ষায় আরও জোর দিতে হবে	৮২
২৬	আইনস্টাইনের সফলতার সমীকরণ	৮৪
২৭	আপদবিপদ মানবসম্পদ	৮৭
২৮	মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষায় সাফল্য পরীক্ষিত	৯০
২৯	প্রশ্ন ফাঁসের কারণ ও প্রতিকার অনুসন্ধান	৯৩
৩০	ডিভাইসনির্ভর প্রশ্নপত্র সুরক্ষায় বিবেচ্য বিষয়	৯৫
৩১	শিক্ষার মান সুরক্ষায় বিবেচ্য বিষয়	৯৮
৩২	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অগ্রসৈনিক তৈরির এখনই সময়	১০১
৩৩	অরক্ষিত সমাজে সুরক্ষিত অট্টালিকার দিবাস্বপ্ন	১০৪

৩৪	চীনের আফিম যুদ্ধ ও বাংলাদেশের বাস্তবতা	১০৭
৩৫	প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ	১১০
৩৬	মাদক ব্যবসায়ীরা জনগণের শত্রু	১১৩
৩৭	মাদকের বহুমাত্রিক ক্ষতিরোধে আরও উদ্যোগ প্রয়োজন	১১৫
৩৮	সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব ও প্রতিকার	১১৮
৩৯	বিশ্বমানের পেশাজীবী তৈরিতে বাধা কোথায়	১২০
৪০	বাঙালি মননের চিরভাস্বর নক্ষত্র	১২৩
৪১	ভ্রান্ত জীবনদর্শনের সামাজিক ক্ষতি ও প্রতিকার ভাবনা	১২৬
৪২	স্মার্টফোনের যথেচ্ছ ব্যবহারে সতর্কবার্তা	১২৮
৪৩	নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়নে চাই মনঃসংযোগের সুরক্ষা	১৩০
৪৪	সুখী ও সফল জীবনের সরল সমীকরণ	১৩৩
৪৫	জীবনের সফলতায় আবেগীয় মেধা ও সফট স্কিলের গুরুত্ব	১৩৬
৪৬	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে কারণে ভয়ংকর	১৩৯
৪৭	যেখানে থমকে যায় মেধাবীদের নান্দনিক প্রচেষ্টা	১৪১
৪৮	প্রকৃত সাফল্য ও সম্পদ কী	১৪৩
৪৯	ভোটাধিকার প্রয়োগে বিবেচ্য বিষয়	১৪৫
৫০	কেমন হওয়া উচিত ভোটাধিকার প্রয়োগের মানদণ্ড	১৪৮
৫১	সাইবার স্ল্যাকিং উন্নয়নের পথে বড়ো বাধা	১৫১
৫২	সফলতা ও সুখের চিরন্তন রহস্যের সন্ধানে	১৫৩
৫৩	জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির বিকাশে গবেষণার মাধ্যম হোক মাতৃভাষা	১৫৫
৫৪	মানসম্মত শিক্ষা প্রবর্তনে বিবেচ্য বিষয়	১৫৮
৫৫	দেশ গঠনে ভার্চুয়াল নয়, প্রকৃত উন্নয়ন কাম্য	১৬১
৫৬	ডুয়েট— অদম্য মেধাবীদের মিলনমেলা	১৬৪
৫৭	নিয়মভাঙা শৌর্য ও ক্ষমতার প্রতীক হলে দুর্ঘটনা ঘটবেই	১৬৮
৫৮	হার না-মানা জাতি গঠনে সর্বাগ্রে যা করণীয়	১৭১
৫৯	মানসম্মত শিক্ষার অন্তরায়গুলো	১৭৪
৬০	সামাজিক নৃশংসতার প্রতিকার কী	১৭৭
৬১	দানের স্বরূপ অনুধাবন ও সুখী জীবনের চাবিকাঠি	১৮০
৬২	মাদক, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নির্মূলে সবার সহযোগিতা অপরিহার্য	১৮২
৬৩	দুর্নীতি ও মাদক নির্মূলে মানসিকতার পরিবর্তন দরকার	১৮৫
৬৪	দৃষ্টিভঙ্গি বদলাই, বদলে যাবে দেশ	১৮৮
৬৫	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দক্ষ জনবল তৈরির ব্যবস্থাপত্র	১৯১
৬৬	ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন অক্ষুণ্ন রাখতে করণীয়	১৯৪

৬৭	স্বাধীনতার স্থপতির আদর্শই হোক দেশচালনার ভিত্তি	১৯৭
৬৮	তথ্যপ্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন	২০০
৬৯	ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনার এখনই সময়	২০৩
৭০	সমাজ রক্ষায় ভাবতে হবে ভিন্নভাবে	২০৬

প্রশ্নপত্র সুরক্ষায় সুপারিশ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

একটি জাতি গঠনের চালিকাশক্তি হচ্ছে— শিক্ষা ও গবেষণা। বাংলাদেশ যখন তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নয়নের ধারায় নিজেকে একাত্ম করেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করতে একটি কুচক্রীমহল কাজ করে চলেছে। এটা হতে পারে বর্তমান সরকারের অর্জনকে কলুষিত করার এক গভীর ষড়যন্ত্র অথবা সরকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুবিধাভোগী কিছু মানুষের অপচেষ্টা— আসলে এ মানুষগুলোর কোনো দল নেই, কোনো নীতি নেই। আবার হতে পারে এক ধরনের গুজব সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা তৈরি করা। আমরা জানি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের আগামী দিনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে। এই তো সেদিন তিনি গোটা বিশ্বকে আলোড়িত করে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মান **চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ** এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার অর্জন করে সমগ্র জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। জাতি হিসেবে এটি আমাদের অহংকার ও অর্জনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু সকল অর্জনের মধ্যে আলোরা যেন হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের করালগ্রাসে। বিশেষ করে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় সরকার ও জাতিকে বিব্রত হতে হচ্ছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। আমি আগেই উল্লেখ করেছি কোনো এক কুচক্রীমহল সরকারের উজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার প্রয়াস করছে অথবা সরকারের মাঝে ঘাপটি মেরে বসে থাকা সুবিধাভোগী কিছু মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আবার কখনো চিলে কান নিয়ে গেল এ ধরনের গুজবও ছড়ানো হচ্ছে। এর ফলে কী ঘটছে? আমাদের কোমলমতি মেধাবী শিক্ষার্থীরা শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। প্রকৃত মেধাবীদের আজীবনের লালিত স্বপ্ন

বিলীন করে জায়গা করে নিচ্ছে মেধাশূন্য সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী। হতে পারে এটা বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার দেশি ও বিদেশি কোনো অদৃশ্য ষড়যন্ত্র। কাজেই বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করে আমার মনে হয়েছে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো প্রয়োজন। আর সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও সৃষ্টির যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে তা থেকে আমি নিজেকে নির্বাসিত বলে মনে করি না। আর এরকম একটি দর্শন ও মননশীলতাকে লালন করে এ বিষয়ে আমার একটি নিজস্ব প্রস্তাবনা আশা করছি সকল আলোকিত মানুষকে চিন্তার খোরাক জোগাবে।

প্রস্তাবনা : প্রশ্নপত্র ফাঁসের নিত্যদিনের বিব্রতকর ঘটনা এড়াতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে—

কোন একটি বিষয়ের দশ (১০) সেট প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে যা করা হবে প্রথিতযশা শিক্ষাবিদগণের সমন্বয়ে। প্রশ্নপত্র তৈরি করার পরে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। প্রশ্নপত্র তৈরি ও প্রেরণ করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলতে হবে। এই সুনির্দিষ্ট নীতিমালার কোনোপ্রকার ব্যত্যয় ঘটলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের বিষয়টিও সুস্পষ্ট হতে হবে। তবে আশার বিষয় এই যে, এত সতর্কতা ও গোপনীতার পরেও যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় তবে সব সেট প্রশ্নপত্র একইসাথে ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে আরেকটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে। বিষয়টি এরকম— কোনো একটি বিষয়ের সব সেট প্রশ্নপত্র একইসময় প্রেরণ না করে বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করতে হবে। তবে অবশ্যই তা উক্ত বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই কেন্দ্রে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যদি আমরা গাণিতিক বিষয়টি বিবেচনায় আনি তবে বর্তমানে প্রচলিত ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন ফাঁস হলেই প্রশ্নের ১০০% ফাঁসের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দশ সেট প্রশ্ন হলে সেক্ষেত্রে এটি কমে দাঁড়াবে প্রায় শূন্যের কোঠায়। কারণ পরীক্ষার এক ঘণ্টা আগপর্যন্ত কেউ জানবে না যে-কোনো সেটটিতে পরীক্ষা হবে। আবার যদি দশটি প্রশ্নপত্রই ফাঁস হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে যেহেতু পরীক্ষার্থীরা কোন প্রশ্নপত্রের সেটটি পরীক্ষায় আসবে তা জানা না থাকায় তাকে দশ সেট প্রশ্নেরই উত্তরমালা পড়তে হবে, যা উক্ত বিষয়ের সমস্ত কারিকুলাম পড়ার সমতুল্য বলে বিবেচনা করা

যায়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা গোলকধাঁধার মধ্যে না থেকে বই পড়াতেই উৎসাহী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরীক্ষার আগের মুহূর্তে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়-সহ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ববান কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সামনে লটারির মাধ্যমে ১ থেকে ১০ সংখ্যার মধ্যে যে সংখ্যাটি উঠবে সেই সংখ্যাটি বিটিভি, বেতার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেন্দ্রগুলোতে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং উক্ত সেটটিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লটারির ক্ষেত্রে মানুষের ওপর নির্ভরতা কমাতে ডিজিটাল পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ডিজিটাল পদ্ধতিটি হবে প্রোগ্রামনির্ভর। অর্থাৎ প্রোগ্রামের মাধ্যমে Random বা দৈবাৎ সিলেকশনের ভিত্তিতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রটি নির্ধারণ করতে হবে। বিষয়টি মূলত এরকম— দেশগ্রামে যে লুডুখেলা প্রচলিত আছে আর তার ছক্কাটি চালানোর পরেই বলা সম্ভবপর হবে যে খেলোয়াড়ের ভাগ্যে কোন সংখ্যাটি আশীর্বাদ হিসেবে ধরা দিয়েছে। অর্থাৎ প্রোগ্রামটি চালানোর আগে কোনো ব্যক্তির পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে ১ থেকে ১০ এর মধ্যে কোন সংখ্যাটি উক্ত পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্রের সেট হিসেবে বিবেচিত হবে।

অনুরূপ একটি প্রোগ্রাম C/C++ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে দেওয়া হলো যা চালনা করলেই এক থেকে দশের মধ্যে Random ভিত্তিতে অজানা সংখ্যাটি আউটপুট স্ক্রিনে প্রদর্শিত হবে।

```
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
        int main (void)
        {time_t t;
        srand((unsigned) time(&t));
        printf("%d",1+rand()%10);
        return 0;}
```

এতসব বিচারবিশ্লেষণের পরেও যদি প্রশ্নপত্র বহুনির্বাচনি হয় তবে পরীক্ষার হলে অথবা কেন্দ্রে প্রত্যবেক্ষণের শিথিলতার সুযোগে প্রকৃত মেধাবী প্রার্থী বাছাইয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। যদি উপমা

হিসেবে স্মার্টফোনের ব্যাপক ব্যবহার উল্লেখ করা যায় তবে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। কেননা একটি স্মার্টফোন অবুঝ শিশু থেকে শুরু করে আবালবৃদ্ধবনিতা সব ধরনের মানুষ অতি সহজে ব্যবহার করতে পারে। কেননা এখানে কোনো কমান্ড বা নির্দেশনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আঙুলের স্পর্শই যথেষ্ট, যেখানে বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি গৌণ। অনুরূপ দৃষ্টান্ত টেনে বলা যায়, বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে যদি সামান্য আলোচনা অথবা দৃষ্টি প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয় তবে সেক্ষেত্রে একজন মেধাশূন্য মানুষও তার অগোচরে সঠিক উত্তর নির্বাচন করতে সক্ষম হবে। যুগের চাহিদার সাথে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের যথার্থতা থাকলেও এক্ষেত্রে সৎ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি পরিবেশ তৈরি করা দুষ্কর। এক্ষেত্রে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর পরীক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে যদি প্রকৃত মেধাবীদের পরীক্ষাপদ্ধতির অস্বচ্ছতার কারণে নির্বাচন করা সম্ভব হয়ে না ওঠে তবে জ্ঞাননির্ভর জাতি ও দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। আমরা প্রায়শই শুনে থাকি মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। বিষয়টি গুজবও হতে পারে অথবা সত্যও হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি কখনো গুরুতরভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি। এখানে কারণ হিসেবে বলা যায়, মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় শতভাগ বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র থাকলেও অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সৃজনশীল সংক্ষিপ্ত ধরনের বর্ণনামূলক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। যেখানে শিক্ষার্থীর প্রকাশভঙ্গি, বানানের নির্ভুলতা, বাক্যের গঠন, প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা-সহ সর্বোপরি তাদের মানসিকতা প্রকাশ পায়। কেননা বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "শিক্ষা মানুষকে শুধু জ্ঞানবান করে না তাকে হৃদয়বান করে তোলে।"

আমরা আশা করছি আগামীদিনের আমাদের যে অবারিত সম্ভাবনার দ্বার তৈরি হয়েছে তা কেবল বিকশিত হতে পারে প্রকৃত মেধাবীদের যাচাইয়ের মাধ্যমে। এরকম একটি মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় আমরা আছি যা শ্রাবণের বৃষ্টির মতো সব অন্ধকারকে ধুয়েমুছে প্রকৃত আলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সেই আলোকিত বৃষ্টির অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে সমগ্র জাতি।

টেকসই উন্নয়নে নৈতিকতার গুরুত্ব

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।" ছেলেবেলায় যখন কবি দীজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মবোধক কবিতার চরণগুলো পড়তাম তখন মনে হতো তিনি হয়তো একটু বাড়িয়েই লিখেছেন। কিন্তু জীবনের পথ পরিক্রমায় দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা থেকে এখন উপলব্ধি করি যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে অতিরঞ্জিত কোনো কথা বলেননি। আবহমানকালের ইতিহাস বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের সমসাময়িককালে আমাদের দেশ তথা পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল অর্থনৈতিক শক্তির শীর্ষে। আর মুঘল আমলে সেই অবস্থান নেমে এসেছিল চতুর্থে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রাচীন আমলের সেই স্বর্ণযুগে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এখানে এসেছে বাণিজ্যের অন্বেষণে। আবার কখনো কখনো তারা কূটকৌশল অবলম্বন করে এ দেশের শান্তিপ্রিয়, উদার, সরল-সাধারণ মানুষকে প্রবঞ্চিত করে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ দেশের জলবায়ু, আবহাওয়া, প্রকৃতি সবকিছুই ছিল মানব বসবাসের ক্ষেত্রে অনুকূল— আর তাইতো এ দেশের মানুষ বেড়েছে জ্যামিতিক হারে। এ দেশ আমাদের— দেশমাতৃকার পলিবাহিত মাটিতে জন্মগ্রহণ করে আমরা গৌরববোধ করি—

প্রথম কারণ— আমাদের সভ্যতার ইতিহাস অতি প্রাচীন। সনাতন ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল এই ভূখণ্ডে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। তাই পশ্চিমাবিশ্বের মানুষকে যদি আমরা সভ্য বলি, তাহলে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধশীল জীবনের যে চিরায়ত বাস্তবতা সেক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে সুসভ্য জাতি বলে গৌরববোধ করতেই পারি।

দ্বিতীয় কারণ— প্রাকৃতিক ধনসম্পদের ভান্ডার আমাদের এই ভূখণ্ড। প্রকৃতি আমাদেরকে উজাড় করে দিয়েছে তার অবারিত ধনভান্ডার। যেখানে ইউরোপ মহাদেশের আয়তন ১,০১,৮০,০০০

(এক কোটি এক লক্ষ আশি হাজার) বর্গকিলোমিটার সেখানে আমাদের আয়তন ১,৪৭০০০ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) বর্গকিলোমিটার। ইউরোপ মহাদেশের সাথে তুলনা করলে আমাদের আয়তন ইউরোপের উনসত্তর ভাগের এক ভাগ যার জনসংখ্যা ইউরোপের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই তথ্য থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের প্রকৃতি যেমন সমৃদ্ধ ঠিক তেমনি আমাদের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সহিষ্ণুতা এবং সম্প্রীতির বন্ধন অতীব দৃঢ়। এই ছোটো জায়গাতেই বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপাদান তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি ব্যবস্থা হচ্ছে। ফলে আজ আমরা আমদানিনির্ভর জাতির কলঙ্ক মুছে রপ্তানিমুখী জাতির গৌরবে অভিষিক্ত হচ্ছি।

তৃতীয় কারণ— প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বিপুল সম্ভাবনায় আমরা পেয়েছি ষড়ঋতুর সমাহার। এই ষড়ঋতুর কারণে আমাদের দেশে পর্যায়ক্রমে আসে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ছয় ঋতুতে আমাদের প্রকৃতি ছয়টি নতুন সাজে সজ্জিত হয়। এই অপরূপ প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত মন ও হৃদয়। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে দিনের বেলায় খোলা জায়গায় ডিম রাখলে ডিম গরমে সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার অনেক দেশ আছে যেখানে শীতে বরফ পড়ে। খুব বেশি সময় বাইরে থাকা যায় না। ঘরের ভেতরেও হিটিং সিস্টেমের কারণে অক্সিজেনের স্বল্পতা থাকে। ঠান্ডায় সূর্য ওঠে না, ফলে মানুষ এক ধরনের বিষণ্নতায় ভোগে। সেদিক থেকে বলা যায়, ঋতুবৈচিত্র্য আমাদের জীবনকে যেমন সহজ করেছে ঠিক তেমনি সমৃদ্ধও করেছে।

চতুর্থ কারণ— পারিবারিক বন্ধন আমাদের আবহমানকালের চিরন্তন ঐতিহ্য। মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এমন মায়ামমতা, ভালোবাসা বিশ্বের অনেক দেশেই বিরল। এই নিবিড় বন্ধন শুধু মানুষের মধ্যে আত্মিক প্রশান্তিই আনে না, এর সাথে জীবনের স্বাদ ও কর্মস্পৃহাকে অর্থবহ করে তোলে। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিশেষ করে বন্যা মোকাবিলায় সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের যে আত্মিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা কাজ করে তা বিদেশের কৃত্রিম সমাজের মধ্যে দেখা মেলা ভার।

বর্তমান সরকারের গতিশীল ও পরিকল্পিত চিন্তাধারার মাধ্যমে

দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। নিজের দেশের পণ্যের বিজ্ঞাপন যখন ভিনদেশি টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায় তখন মানুষ হিসেবে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। যখন শুনি আমাদের তৈরি ঔষধ পৃথিবীর ৮৮টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে, তখন গর্ববোধ করি। যখন জানি পদ্মা নদীর ওপর নিজস্ব অর্থায়নে ব্রিজ হচ্ছে তখন ভালোলাগার মাত্রাতে যোগ হয় এক অনির্বচনীয় গর্ব ও প্রত্যাশা। আগামীর সম্ভাবনাময় চোখে যখন দেখি আমাদের IT সেক্টর গার্মেন্টস সেক্টরকেও পেছনে ফেলবে তখন বিস্ময়ে অভিভূত হই। কৃষিতে শাকসবজি, ফলমূল উৎপাদনে আমাদের সমকক্ষ দেশ পৃথিবীতে খুবই কম। আমরাই পারি আমাদের কৃষিদ্রব্যের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কীটনাশক মুক্ত কৃষিপণ্যের বিশাল বিদেশি বাজার সৃষ্টি করতে। যার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বছরে ছয় ফসলি চাষপদ্ধতি।